তারিখ 17 MAY 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কালের কণ্ঠ

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে যৌন হয়রানি

বিক্ষোভের মুখে উপাধ্যক্ষ ও দুই কর্মচারীকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে যৌন হয়রানির অভিযোগে দুই কর্মচারীকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ঘটনা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় ইংরেজি মাধ্যমের বালিকা শাখার উপাধ্যক্ষ জিন্নাতুন নেছাকে অব্যাহতি দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে আদেশ জারি হয়নি। বালিকা শাখার সব পুরুষ কর্মচারীকেও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেল ৩টার দিকে অভিভাবকদের ঘেরাওয়ের মুখে এসব সিদ্ধান্তের কথা জানান বিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নায়েক জ্বালানি উপদেষ্টা ম. তামিম। পরে সন্ধ্যায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। প্রসঙ্গত, গত ৫ মে বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন একটি ভবনের শ্রমিকদের থাকার একটি কক্ষে প্রথম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে যৌন

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

অভিভাবকদের বিক্ষোভের ছবি ▶ পৃষ্ঠা ২০

বিক্ষোভের মুখে উপাধ্যক্ষ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

য়রানি করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এর কিছুদিন আগে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকেও যৌন হয়রানির অভিযোগ ঠেছিল। অভিভাবকরা জানান, ৫ মে-র ঘটনার অভিযোগ ানাতে গেলে বালিকা শাখার উপাধ্যক্ষ জিন্নাতুন নেছা লেন, 'মধু থাকলে মৌমাছি আসবেই।'. তিনি নারী ভিভাবকদের এ-ও বলেন, 'আপনাদের বাসায় যখন মীরা একা থাকেন তখন কাজের বুয়ার সঙ্গে তাঁরা কী রেন তা কি আপনারা দেখতে পান?'

পাধ্যক্ষ ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও গত প্তাহে অভিভাবকদের চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত একটি তদন্ত মিটি গঠন করা হয়। কমিটি করা হলেও কর্তৃপক্ষ ও ধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চাচ্ছেন ভিযোগ করে গতকাল সকাল থেকে বিদ্যালয়ের সামনে বস্থান নেন কয়েক শ ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী-অভিভাবক।

পুর পৌনে ১টার দিকে স্কুলের মাঠে অবস্থান নেওয়া অভিভাবকদের সামনে এসে অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন লেন, 'শিশু নির্যাতনের ঘটনায় যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে ভিযোগ আনা হয়েছে তার নাম গোপাল। তাকে াময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। একজন অভিভাবককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে আরেক কর্মচারী শরীফুল ইসলামকেও সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

ওই তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের দিন গতকাল ধার্য ছিল। প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়ায় অধ্যক্ষের বক্তব্যের পর অভিভাবকরা আরো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। উপাধ্যক্ষ জিন্নাতুন নেছার মন্তব্যেও তাঁরা ক্ষুব্ধ ছিলেন। স্কুলের সুনাম ক্ষুণ্ন করতে একদল অভিভাবক বিক্ষোভ করছেন বলে কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানানোর কারণেও উত্তেজিত ছিলেন অভিভাবকরা।

বক্তব্য দিয়ে অধ্যক্ষ মাঠ ছেড়ে স্কুল ভবনের তৃতীয় তলায় নিজের কার্যালয়ে যাওয়ার পথে কয়েকজন অভিভাবক তাঁকে লাঞ্ছিত করেন। সে সময় তিনি উপাধ্যক্ষের কক্ষে আশ্রয় নিলে সেই কক্ষের জানালা-দরজার কাচ ভাঙচুর করেন অভিভাবকরা। সেই সময় ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাবিবুর রহমান মিজানসহ এলাকার বেশ কয়েকজন উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেন। ততক্ষণে পুলিশও হাজির হয় ক্যাম্পাসে। এর পরও পরিস্থিতি শান্ত হয়নি।

দুপুর ৩টার দিকে ম. তামিম অভিভাবকদের মাঝে উপস্থিত হয়ে উপাধ্যক্ষসহ দুই কর্মচারীকে অব্যাহতির ঘোষণা দিলে পরিস্থিতি কিছু শান্ত হয়। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

ম. তামিম সাংবাদিকদের বলেন, 'গত ৫ মে প্রথম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীকে পাশের একটি নবনির্মিত ভবনের রুমে নিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনার চেষ্টা করা হয় বলে ৯ মে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীর মা। অভিযোগ স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির নজরে আসার পর এ ব্যাপারে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে বলা হয়েছিল, তিন দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য। ওই অনুযায়ী প্রতিবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল আজ (শনিবার)। কিন্তু বিশেষ কারণে তা জমা দেওয়া হয়নি।' কেন জমা দেওয়া হয়নি সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'তদন্তের সময়সীমা আরো তিন দিন বাড়ানো হয়েছে।'

ম. তামিম বলেন, 'ঘটনার পর স্কুল-কলেজের নিরাপত্তার স্বার্থে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে যত পুরুষ কর্মচারী ছিল, তাদের সরিয়ে দিয়ে মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি টয়লেটের সামনে একজন করে আয়া রাখা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়লে সহজেই জানাতে পারে। বাথরুম সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

গতকাল বিক্ষোভে অংশ নেওয়া অভিভাবক রেজাউল হক শিশির বলেন, 'উপাধ্যক্ষের দায়িত্বে অবহেলার কারণেই এসব ঘটনা ঘটেছে। বাচ্চাকে স্কুলের ভেতর পাঠিয়ে গেটের বাইরে বসে থেকেও যদি নিশ্চিন্ত থাকতে না পারি তাহলে আমরা কোথায় যাব? অধ্যক্ষসহ ঘটনায় জড়িতদের ও মদদদাতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আমরা চাই। নইলে আগামীতে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এমনকি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই আমরা অবস্থান নেব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সবার পদত্যাগের দাবি জানাব।'

এদিকে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টে একটি রিট করা হয়েছে। আজ রবিবার রিটের শুনানি হতে পারে।